দৈনিক বাংলা

08 APR 1997

তারিখ ... 08 APR 1997

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষা নিয়ে ভন্ডুল ব্যবসা

আধুনিক সমাজে ব্যবসা কোন নিন্দনীয় বিষয় নয়। শিক্ষা বা চিকিৎসা সব খাতেই ব্যবসা চলতে পারে এবং চলে। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে নীতিহীন ব্যবসাকেও নিন্দা করা যাবে না। সব পেশারই নিজস্ব কিছু নীতি থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে নীতি আরো কঠোর প্রয়োগ সম্ভব।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেশের বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ভর্তির নামে যে অবৈধ ব্যবসা চলছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নীতিহীন কাজের পরিণাম সাধারণত শুভ হয় না। কথাটা নীতি বাক্যের মত শোনালেও অনেক ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অন্তত এবারের মত শিক্ষা ক্ষেত্রে তো হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মফস্বলের কলেজ গুলিতে পরীক্ষার আগে ভাগে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছিল। বিপুল অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার শর্তে এই ভর্তি–বাণিজ্য সম্পন্ন হত। রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবারও হয়েছিল। কিন্তু বাণিজ্য ভন্ডুল হয়ে গেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে। কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজশাহী বোর্ডের ১৫ হাজার ১শ' ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামী ৮মে থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। কিন্তু এই ১৫ হাজার ১শ' ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা দেয়া না দেয়ার বিষয়টা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অপরাধ করলে শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য। শিক্ষা নিয়ে যে অবৈধ বাণিজ্যের অবতারণা তাতে ছাত্রদেরও ভূমিকা আছে। তারা সঠিক উপায়ে পাস করার ঝুঁকি না নিয়ে ফাঁকতালে একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার তালে ছিল। তাদের অপরাধ গুরুতর নিঃসন্দেহে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের তো সমাজের বিবেক বলেও কেউ কেউ আখ্যায়িত করে থাকেন। অন্তত তারা খানিকটা বিবেকবান হলে সমাজ উপকৃত হত এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পরীক্ষা ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত কঠোর নীতির আমরা প্রশংসা করি। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট সকলের টনক নড়বে। শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষা ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করুক আমরা তাই চাই।